



105437 - যবে ব্যক্তিত্ব জীবনকে ঘৃণা করে মরে যতে চায়

প্রশ্ন

শরীয়তে এমন ব্যক্তির হুকুম কি যবে ব্যক্তি জীবনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে যবে, যদি মৃত্যু তার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আল্লাহ যবে তাকে মৃত্যু দনে এবং সবে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন মুসলমিরে জন্য জীবনকে ঘৃণা করা এবং আল্লাহর কাছে যবে বপিদমুক্তি ও কল্যাণ রয়েছে তা থেকে নরিশ হওয়া জায়বে নয়। তার কর্তব্য হল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের পরপ্রক্ষেপিতে সবে যা কিছু মুখোমুখি হচ্ছে সক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা এবং বপিদ-মুসবিতগুলোকে সওয়াব-প্রাপ্তির উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যবে তিনি তার থেকে বপিদ-আপদ দূর করে দনে, তাকে সাহায্য করনে, তার জন্য যবে তাকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন সটোতে যবে তাকে প্রতিদিন দনে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বপিদমুক্তির অপেক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “নশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।” [সূরা আন-নাশর, আয়াত: ৫-৬]

কোন মুসলমিরে উপর কোন অনশ্চিট অবতীর্ণ হওয়া, যমেন- রোগ, দুনিয়াবী সংকট বা অন্য কিছু ইত্যাদির কারণে মৃত্যু কামনা করা মাকরুহ।

সহি বুখারী ও সহি মুসলমিরে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, তিনি বলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “অবশ্যই তোমাদের কটে যবে কোন অনশ্চিট নাযলির কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি কামনা করতই চায় তাহলে সবে যবে বলনে: হে আল্লাহ! যতদিন বঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য ভালো হয় তাহলে আমার মৃত্যু দিনি।” উল্লেখিত হাদিসে যভেবে দোয়া করতে বলা হয়েছে এর মধ্যযে তাকদীরের প্রতি এক ধরণের সোপর্দ করা ও সমর্পণ রয়েছে। কোন মুসলমির এ দুনিয়াতে যবে বপিদ-মুসবিতের শিকার হয় এগুলো তার জন্য কাফফারা (গুনাহ মোচন); যদি বান্দা এর বনিমিয়ে আল্লাহর কাছে সওয়াবপ্রাপ্তির নয়িত করে এবং অসন্তুষ্ট প্রকাশ না করে। বপিদ-মুসবিতের মধ্যযে গাফলতি থেকে অন্তরে জাগরণ ও ভবিষ্যতের জন্য নসহিত রয়েছে।



আল্লাহ্ই তাওফিকাদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতি, তাঁর সাহাবীবর্গ ও পরিবার-
পরজিনেরে প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল আযযি আলে শাইখ, শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান, শাইখ বকর আবু যায়দে।

[গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (২৫/৩৯৮)]